ব্ল্যাক ওয়ান

কলকাতাতে এসেই দিলীপ সাহার সাথে দেখা করতে গেলেন রুদ্রাক্ষ মজুমদার। দিলীপ সাহার অফিসে ঢুকেই লাইটের সুইচ অফ করে দিলেন তিনি। একটা সবুজ রংয়ের শার্ট পরে আছেন ভদ্রলোক। আজরাতের গরমের আশীর্বাদে প্রথম তিনটে বোতামই খুলে রাখতে হয়েছে। বারান্দার ২৫ ওয়াটের হলুদ বাল্বের আলো খোলা দরজা দিয়েই আসছে। দিলীপ সাহার মুখোমুখি বসলেন মি. মজুমদার। পকেট থেকে রুবিক কিউবস বের করলেন তিনি। মৃদু আলো দরজা পেরিয়ে এসে শুধু টেবিলেই পড়ছে। আর দিলীপ সাহার মুখে। বুট দিয়ে মেঝেতে আওয়াজ করেই যাচ্ছেন মি. মজুমদার। আর রুবিক সলভ করছেন। দিলীপ সাহা এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বাম হাত দিয়ে ডান হাত চাপ দিচ্ছেন, পরক্ষণে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত। রুদ্রাক্ষ মজুমদারের মুখটি পর্যন্ত দেখতে পারছেন না তিনি। মিনিট খানেকের মধ্যে রুবিক কিউবস সলভ করে দিলীপ সাহার দিকে কিউবটা বাড়িয়ে দিলেন। ডানহাতে কালো রংয়ের লেদার ব্রেসলেট পরে আছেন রুদ্রাক্ষ। জাহাজের নোঙরের মতো প্রকাণ্ড এক কারুকাজ ব্রেসলেটে।

'সেই ইউনিফর্মটা একবার দেখতে চাই' অন্ধকার থেকে ভেসে এলোরুদ্রাক্ষ মজুমদারের কণ্ঠ। গাম্ভীর্যময় কণ্ঠই প্রমাণ দেয় রহস্যের সাথেই বাস করেন রুদ্রাক্ষ।
তুরাব হুজুরের বাড়ির দারোয়ানের ইউনিফর্ম রাখা ছিল দিলীপ সাহার রুমে। ইউনিফর্ম হাতে নিয়ে নাকের কাছে নিলেন রুদ্রাক্ষ। গন্ধ অনুভব করলেন। দিলীপ সাহা দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশেই। ইউনিফর্মটার বুক পকেটে হাত দিলেন রুদ্রাক্ষ। বুক পকেটে একটা রুমাল, রুমালটা একবার হাতে নিলেন। শুঁকে দেখলেন সেটাও। তারপর দিলীপ সাহার দিকে মুখ না করেই রুদ্রাক্ষ বললেন, 'আমি একবার সিকিউরিটি গার্ডটার সাথে দেখা করব।'

থানার বারান্দায় নির্দিষ্ট দুরত্ব পরপর হলুদ বাতি জ্বালানো আছে। তবে, এই অমাবস্যার অন্ধকার তার থেকে গাঢ়। কলকাতা থানার বারান্দায় পুরনো আমলের কাঠের বেঞ্চ রাখা থাকে থানায় আসা মানুষদের ব্যবহারের জন্য। সিকিউরিটি গার্ড ফজলুর সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে ডিটেকটিভ রুদ্রাক্ষ মজুমদার দিলীপ সাহাকে বললেন, 'কলকাতার বর্তমান ঘটনাদির খবর রাখে, এমন একজন এসিস্টেন্ট দিন, যে কিনা হবে আমার কলকাতার গুগল।'
দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন রুদ্রাক্ষ। ফজলুকে যে রুমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে ঘরটায় যাওয়ার আগে দিলীপের সাথে আর কোনো কথা বললেন না তিনি, একবার ফিরেও তাকালেন না।
সিকিউরিটি গার্ডকে আনা হলো একটি খালি ঘরে। দেয়াল ঘেঁষে একটি ছোটো বেঞ্চ রাখা শুধু। রুদ্রাক্ষ আর ফজলু পাশাপাশি বসেছেন বেঞ্চটাতে। এ ঘরটাতেও খুব একটা আলো নেই। দিলীপ সাহা দাঁড়িয়ে আছেন পাশেই। কলকাতা পুলিশের ইউনিফর্ম পরে আছে গায়ে। রুদ্রাক্ষের বেশ সিনিয়র তিনি। আর তার অনুরোধেই এখানে এসেছেন মি. মজুমদার।

'সেদিন রাতে কী হয়েছিল?' বসেই প্রশ্ন করে উঠলেন রুদ্রাক্ষ।
মি. সাহা রুদ্রাক্ষের প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে রুদ্রাক্ষ থামিয়ে দিলেন, 'আপনাকে প্রশ্ন করা হয়নি।'
হঠাৎ থেমে গেলেন মি. সাহা। রুদ্রাক্ষের এমন কথায় বিভ্রান্ত হয়েছেন তিনি। সিকিউরিটি গার্ড ফজলুও বসে আছে কিছু না বলে। ভয়ের কারণে কথা জড়িয়ে

অরূপ অবাক হয়ে বললো, 'স্যার, আপনার জ্বর।'
'ইনভেস্টিগেশন ইজ ইম্পর্ট্যান্ট।'
'স্যার, এটা কোনো হত্যা নয়। স্বাভাবিক মৃত্যু। ইনভেস্টিগেশনের কিছু নেই।'
'স্বাভাবিক নয়। আমাকে যেতে হবে।' বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন রুদ্রাক্ষ। ড্রেসিং টেবিলে রাখা রিস্ট ওয়াচ হাতে নিতে গিয়ে বুঝলেন, হাতের অসহ্য ব্যথা রিস্ট ওয়াচ পরতে দেবে না। সেটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে এ ঘর ছাড়লেন। পায়ে স্যান্ডেল। রুদ্রাক্ষের পরনে ঢিলে টি-শার্ট আর টাকশো। সেগুলো পাল্টানো জরুরি নয়। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন নিচে। অরূপ বুঝল, রুদ্রাক্ষ যাচ্ছেন জিপের দিকে। তাকে যেতে হবে। তড়িঘড়ি করে রুদ্রাক্ষের সাথে নেমে এলো তার বাসা থেকে।
জিপের ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল অরূপ। রুদ্রাক্ষ আগেই উঠে বসেছেন পাশের সিটে।

দিলীপের বাসায় তাদের আগে ডিপার্টমেন্টের বেশ কজনসহ মি. দিলীপের স্বজনদের অনেকে এসে পৌঁছেছেন। রুদ্রাক্ষরা ঢুকলেন ঘরে। হলরুমের সোফা সরিয়ে মেঝেতে রাখা হয়েছে দিলীপের মরদেহ। পাশে আধবয়সী একটা ছেলে বসে কাঁদছে। পাশে জ্বলছে আতর। সেখানে কালো রংয়ের টি-শার্ট গায়ে কেঁদে চলেছে সুদর্শন ছেলেটি। অরূপ ইশারায় তাকে বলল যে তারা দিলীপের মুখ দেখতে চায়। ছেলেটা মুখের উপর থেকে চাদর সরাল। দিলীপের চেহারা দেখে অরূপ কিছুটা ভয় পেলেও রুদ্রাক্ষ ছিলেন স্বাভাবিক। অরূপই জিজ্ঞেস করল ছেলেটাকে, 'ডান চোখ বন্ধ করেননি কেন? বন্ধ করে দিন।'
ছেলেটা কান্নার আওয়াজ বাড়ল। সে বলল, 'সবাই অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু, কাকার ডান চোখটা কিছুতেই বন্ধ করা যায়নি।'
'অদ্ভুত!' অরূপ বলে উঠল।
ছেলেটা দিলীপ সাহার ভাইপো। রুদ্রাক্ষ মাটিতে বসে দিলীপের চোখের পাতা আলতো করে বুজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। দিলীপের ভাইপোর কথাই ঠিক। চোখ বন্ধ হয়নি। তবে, চোখের নিচের চামড়ার অল্পখানি নড়ে উঠেছে। তখন চোখের দু'কোণে দুই হাতের দু আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে রুদ্রাক্ষ নিশ্চিত হলেন, চোখের মাঝখানের আধ ইঞ্চি জায়গা ছাড়া দু'পাশটা বন্ধ করা যাচ্ছে।
মরদেহের চোখে এভাবে আঙুল দেওয়াতে একজন মহিলা খুব রেগে উঠলেন। মি. সাহার পাশে বসে কাঁদছিলেন তিনি। সাদা নতুন শাড়ি পরনে। কেঁদে কেঁদে

চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। দিলীপ সাহার স্ত্রী রুদ্রাক্ষের উপর রেগে গেলেন, 'আপনি এ কী করছেন আমার স্বামীকে?'

দিলীপের স্ত্রীর থেকেও অধিক রাগ নিয়ে রুদ্রাক্ষ বললেন, 'আমি একজন ডিটেকটিভ। আমার কাজ কিলার এভিডেন্স কালেক্ট করা। আমি আমার কাজ করছি। স্ত্রী হয়ে স্বামীকে হত্যা করেছেন, লজ্জা করে না? আমার উপর রাগ করছেন। শোক দেখান?'

রুদ্রাক্ষের কথা শুনেই দিলীপের স্ত্রী আরও রেগে গেলেন। কান্নাটাও বেড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী বলছেন আপনি এসব? আপনার আন্দাজ আছে আপনি কী বলছেন? আমার স্বামীকে আমি নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি। আমি কেন হত্যা করব আমার স্বামীকে?'

রুদ্রাক্ষ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনিই মি. দিলীপকে মেরেছেন।'

তখন মিসেস. দিলীপ বলেন, 'আপনি আমার সাথে আসুন। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি বারান্দায় গিয়েছিলেন টবে পানি দিতে' বলতে বলতে মেঝে থেকে উঠে হন্ত হয়ে তাদের বেডরুমের দিকে গেলেন তিনি। রুদ্রাক্ষ যাচ্ছেন সাথে। তার পেছনে উদ্বেগ নিয়ে যাচ্ছে অরূপ। বেডরুমে এসে মিসেস. দিলীপ ড্রেসিং টেবিল দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে... এইখানে বসে আমি চুল আছড়াচ্ছিলাম। তিনি ছিলেন বারান্দায়। হঠাৎ উনার চিৎকার শুনি, তারপর টব ভাঙার শব্দ। তারপর আমি বারান্দায় গিয়ে দেখি...' বলতে বলতে মিসেস. দিলীপ গেলেন বারান্দায়। অরূপরাও গেল তার সাথে। তারপর তিনি বললেন, 'তারপর আমি উনাকে এইখানে পরে থাকতে দেখি।' বারান্দার বাঁ দিক দেখালেন তিনি। সমানে কাঁপছেন ভদ্রমহিলা। রুদ্রাক্ষের প্রতি রাগে ফুঁসছেন তিনি।

'কেন নিজের স্বামীকে হত্যা করে মিথ্যে বলে যাচ্ছেন?' রুদ্রাক্ষ আবার বললেন। অরূপ তাকে থামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

'আমি মিথ্যে বলছি না' চিৎকার করে বললেন মিসেস. দিলীপ।

'বলছেন। আপনি বলছেন, টব ভাঙার শব্দ শুনেছেন। কিন্তু, বাঁ দিকের সব টব অক্ষত।'

তখন মিসেস. সাহা বললেন, 'ঐদিকের টবটা ভেঙেছে। আমি কেন আমার স্বামীকে হত্যা করব...?'

'আপনি বলছেন, উনি চিৎকার দিয়েছেন। আবার বলছেন, উনাকে আপনি বারান্দার বাঁ দিকে পড়ে থাকতে দেখেছেন। টব ভেঙেছে ডানদিকের। আমি